দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

018

প্রসঙ্গ ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে দীনিয়াত শিক্ষা

সরকার সম্প্রতি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার পর দীনিয়াত শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রত্যেক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। এতে ইসলামপ্রিয় জনগণ নিঃসন্দেহে আনন্দিত। এ প্রসঙ্গে আমি দু'টি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

প্রথমতঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন কোন বিষয়ের জন্য যেমন লিখিত পরীক্ষায় ৭৫ নম্বর ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তদ্রুপ দীনিয়াত শিক্ষার ক্ষেত্রেও লিখিত পরীক্ষায় ৭৫ নম্বর ও নামাজের ওপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বর রাখার ব্যবস্থা করা হোক। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে যোগ্যতার মাফকাঠি হিসেবে গণ্য না করে সমপর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষাকেও যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদা দেয়া হোক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে তাঁদের সমপরিমাণ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হোক।

—মুহাম্মদ করিম হাওলাদার,
১০৯, আহসান আহমেদ রোড,
খুলনা।